সংবাদ

তারিখ ... 10 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৪...

মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস গুজব না সত্য?

শাহ মো. জিয়াউদ্দিন

কিছু কিছু গুজব আবার সত্য হয়ে যায়-আর কিছু কিছু সত্যকে গুজব বানানোর চেষ্টা চলে। যদি কোন ব্যক্তি পুলিশের হাতে আটক হয় তারপর ঐ ব্যক্তি উৎকোচ ছাড়া পুলিশের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যায় আর মুক্ত হওয়ার পর ঐ ব্যক্তি যদি বলে বিনা টাকায় পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে তা কিন্তু মানুষ বিশ্বাস করবে না। কারণ উৎকোচ আর পুলিশ একে অপরের সম্পূরক হয়ে আছে আমাদের দেশে। দেশের কিছু কিছু সরকারি দফতর আছে যেখানে বিনা উৎকোচে কাজ করা যায় তা সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবে না। বর্তমানে কোন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি পরিণত হয়েছে সত্যে। দেশের পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনা গণমাধ্যমের নিত্যকার খবরে পরিণত হয়েছে। হরহামেশাই শোনা যায় সরকারি পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ সকল দফতরের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা। তাই ভর্তি কিংবা নিয়োগের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া বিষয়টি মানুষের গা সওয়া হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ বুঝে গেছে যে, সরকার নিয়ন্ত্রিত কোন পরীক্ষা হলেই তার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাবে আর কিছু কিছু মানুষ এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুফল ভোগ করবে। এই কারণে সরকার নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমগুলোর ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা এবং বিশ্বাস ক্রমশই কমে আসছে। তাছাড়া সরকারের এবারের মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষার ফাঁসের ঘটনায় গৃহিত পদক্ষেপগুলোই প্রমাণ করে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। এবারের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাই প্রমাণ করল যা, সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতটা নাজুক আর অনিয়ন্ত্রিত।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর সারাদেশের ৪৪টি কেন্দ্রে এমবিবিএস এবং বিডিএসের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত এই শিক্ষা ক্ষেত্রটিতে এবারের ভর্তি পরীক্ষা দেয় ৮২ হাজার ৯৬৪ জন শিক্ষার্থী। দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজ ৩০টি ও ডেন্টাল কলেজ ৯টি আর বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ৬৫টি এবং ডেন্টাল কলেজ ৩৩টি। এই কলেজগুলোর জন্য ১৮ সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থী ঘোষণা করা হয়েছে ৪৮ হাজার ৪৪৮ জন। এবারের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে ৯৪.৭৫। ভর্তি পরীক্ষার মোট নম্বর ছিল ১০০। উত্তীর্ণ নম্বরের বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের মেধার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় না। প্রাপ্ত ফলে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজের যে আসন রয়েছে তাতে স্থান সংকুলান হবে না। কারণ আসনের চেয়ে বেশি উত্তীর্ণ হয়েছে। এবারের মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মেধার বিষয়টি প্রশ্নবোধক চিহ্নে আবদ্ধ। এ বছরের মেডিকেলের ভর্তি বিষয়টি নিয়ে আইনি যুদ্ধ চলেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে লিগ্যাল নোটিস পাঠানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। ঐ নোটিসে বলা হয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ সেপ্টেম্বরের ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের ব্যবস্থা নিতে। উক্ত আইনি নোটিসে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে তদন্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে পরবর্তীতে নতুন করে ভর্তি পরীক্ষা নিতে বলা হয়েছে। লিগ্যাল নোটিস প্রদানকারী আইনজীবী গণমাধ্যমকে জানান কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে তিনি হাইকোর্টে যাবেন। অতীত থেকে একটি বিষয় দেখে আসা হচ্ছে, তা হলো দেশের মেধাবীরাই চিকিৎসা বিজ্ঞানে অধ্যয়ন করে থাকে। কিন্তু প্রতি বছর যেভাবে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঘটনা ঘটছে তাতে প্রকৃত মেধাবীদের আর চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে অধ্যয়নের ব্যবস্থা থাকছে না। ২০১১ সালে মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠে সেই সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা প্রশ্ন ফাঁসের জালিয়াতি চক্রের ২০ সদস্যকে আটক করে। তারপর থেকে প্রতি বছরই প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা শোনা যায়। এবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি মহীরুহ আকারে আবির্ভূত হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল মানববন্ধনসহ নানা কর্মসূচি পালন করছে। তাছাড়া আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে ১৮ সেপ্টেম্বরের পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে তারা টানা কর্মসূচি পালন করবে। শিক্ষার্থীদের এই কর্মসূচির সাথে সংহতি প্রকাশ করেছেন দেশের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ। বিষয়টি জটিলতার দিকে এগুচ্ছে কারণ এ ধরনের উদ্ভূত পরিস্থিতি দেশে পূর্বে সৃষ্টি হয়নি। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার কিছুটা সত্যতা মেলে ঘটনার পরম্পরতায়।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের সহকারী পরিচালক ওমর সিরাজকে গ্রেফতার করা হয় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে। তিনি হলেন সেই ওমর সিরাজ যাকে ২০১১ সালের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের জালিয়াতি চক্রের একজন হিসাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মেডিকেলের প্রশ্নপত্রের ফাঁসের বিষয়টিতে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের কথা শোনা যায়। আর ওমর সিরাজকে যেখান থেকে গ্রেফতার করা হয় সেই স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল ৩৮ হাজার নগদ টাকা এবং ১ কোটি ২১ লাখ টাকার ১৩টি চেক। ঘটনাগুলোর যোগসূত্রতায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টির সত্যতা মিলতে শুরু করে এবং প্রকৃত সত্যর সন্ধানে বিষয়টি এগুতে থাকে আর তখনই বাদসাধে ওমরের মৃত্যু। ওমর সিরাজ সুস্থ সবল দেহের অধিকারী মানুষটি ১ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর কারণ গণমাধ্যমে প্রচার হয়েছে আর্ট এটাক। ওমর সিরাজের মৃত্যুতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি আরো রহস্যের টেপে মুড়িয়ে দেয়। ওমর সিরাজকে গ্রেফতারের পর প্রশ্ন জালিয়াতি চক্রের রাঘব বোয়ালের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য গত ২১-২২ সেপ্টেম্বর দুই দিনের রিমান্ডে আনা হয়। সেই রিমান্ড থেকে ওমর সিরাজকে র‍্যাবের হাতে সোপর্দ করা হয়। সোপর্দের কারণ হিসেবে বলা হয় উপরের নির্দেশ। র‍্যাব হেফাজতে থাকাকালীন অবস্থায় ১ অক্টোবর সন্ধ্যায় ওমর সিরাজের বুকে ব্যথা অনুভূত হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ঐ দিন রাত ৭.৫৫ মিনিটে ওমর সিরাজ মৃত্যুবরণ করেন। সামাজিক গণমাধ্যম ফেসবুক ব্যবহারকারী অনেকেই সিরাজের মৃত্যুকে অস্বাভাবিক হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়ে মন্তব্য করেন। অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, সিরাজ বেঁচে থাকলে অনেক রাঘব বোয়ালের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যেত। ওমর সিরাজের স্ত্রী অভিযোগ করেন তার স্বামীকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই মেরে ফেলেছে। উপরোক্ত ঘটনার কারণে সিরাজের মৃত্যুর ঘটনাটিই আরেকটি রহস্যর আবর্ত সৃষ্টি করল তাই এ ঘটনার রহস্য উন্মোচনও জরুরি।

এদিকে গত ৪ অক্টোবর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার্থীদের শাহবাগে অবস্থান ধর্মঘটের কারণে তীব্র যানজট দেখা দেয় রাজধানীজুড়ে ফলে নাকাল হয় রাজধানীবাসী। গত ৪ অক্টোবর মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষণা দেন যে, ১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কোন প্রকার অনিয়ম হয়নি এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনা ঘটেনি। ইউজিসির সহকারী পরিচালক ওমর সিরাজের গ্রেফতারের কারণও তিনি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দেন। অপরদিকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এ ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া থেকে বিরত থাকেন, তিনি বলেন বিষয়টি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত। শিক্ষা ব্যবস্থা নানা মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারে থাকলে তার ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু হয় না। তাই দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল শিক্ষাক্ষেত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারে আনা দরকার। তাহলে মাননীয় মন্ত্রীদের দায় এড়ানোর মন্তব্য থাকবে না। মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা আলোচিত হওয়ার পর থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে আসল সারবস্তু কি পাওয়া যায়, প্রকৃতার্থে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি সত্য নাকি গুজব। কোন ঘটনার সত্যতা মিলে সেই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে।

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের নাম্বার স্কোর বিশ্লেষণে এক ধরনের অসঙ্গতি পাওয়া যায়। তাই দেখা যায় নানা ধরনের অসঙ্গতির যোগফল এবারের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা। অনেকেই মনে করেন উত্তীর্ণদের প্রাপ্ত নম্বর এবং প্রশ্নপত্রের ফাঁসের ঘটনাটির সাথে নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। এ সকল বিষয় পর্যালোচনান্তে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি একেবারে গুজব বলে উড়িয়ে দেয়া ঠিক না। প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি রাজনৈতিক বা দলীয় দৃষ্টিতে দেখাও উচিত না। সরকার যদি তার ভাবমূর্তি রক্ষায় সমগ্র বিষয়টি দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে এবং তা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে তাহলে এটা অনেকটা আত্মহননের শামিল হয়ে যাবে। কারণ এই বিষয়টির সাথে সারা জাতির মেধার বিষয়টিও জড়িত। রাজনৈতিক বিশ্লেষণের কারণে বা ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য এ ধরনের ঘৃণিত প্রশ্ন ফাঁসের অপরাধীদের ছাড় দেয়া হয় সেটা জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না। আর এই অপরাধী চক্র আরো বড় ধরনের অঘটন ঘটাতে পারে ভবিষ্যতে। তাই বিষয়টি রাজনীতি বা দলীয় কাদা ছোড়াছুড়ির বাইরে এনে তদন্তের প্রয়োজন। কারণ প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার বিষয়টি এক ধরনের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। প্রকৃত ঘটনাটি তাই জনসম্মুখে আসার দরকার। এখন প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার সাথে জড়িতদের কোন দিন বিচার হবে না এ ধরনের একটি বদ্ধমূল ধারণা মানুষের মাঝে জন্মেছে, এ কারণে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সব বিষয়গুলো অনুসন্ধান সাপেক্ষে জনসম্মুখে প্রকাশ করা সরকারের দায়িত্ব।

[লেখক : কলামিস্ট]